সিডনীতে স্বাধীনতা দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর ৯১তম জন্মদিন উদযাপিত

বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অব আস্ট্রেলিয়া গত রবিবার ২০শে মার্চ গ্লেনফিল্ড কমিউনিটি সেন্টারে পালন করলো বাংলাদেশের ৪১তম স্বাধীনতা দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর ৯১তম জন্মদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেল এমপি লরি ফার্গুসন্ মিসেল রোলেন্ড, গ্রীণ ওয়ে, প্রফেসর আতিকুল ইসলাম, প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন, ডাঃ নুরুর রহমান খোকন, বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অব আস্ট্রেলিয়ার সভাপতি মোঃ উসমান গনি এবং সাধারন সম্পাদিকা ডঃ লাভলী রহমান। বাংলাদেশ থেকে আগত অতিথি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রিয় যুব লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মামুনুর রশিদ এবং ডেপুটি এটোর্নী জেনারেল ফর বাংলাদেশ মোঃ মোতাহার হোসেন সাজু। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ডঃ লাভলী রহমান।

বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে রবিবার এ দিনটি পালন করেছে বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অব অস্ট্রেলিয়া। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের ওপর আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ এবং জাতীয় শিশু দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হলে জাতীয় শিশু দিবস ও এ দিনের সরকারি ছুটি বাতিল করে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার এ দিবসটি পালন ও সরকারি ছুটির সিদ্ধান্ত নেয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। ৪৭'র দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে ৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক কালজয়ী

অধ্যায়। ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে সাড়া দিয়ে সেদিন গোটা বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বীর বাঙালি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বিশ্ব নেতাদের চাপে পাকিস্তানের শাষকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। দেশে ফিরেই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট কালরাতে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে।